দৈনিক বাংলা

তারিখ 30/11/82 ~~30/11/82~~
পৃষ্ঠা 1 কলাম 8

019

৮ হাজার বই গায়েব

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরী কর্মীর অভাব, সুষ্ঠু প্রশাসনিক বিন্যাসের অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন অনিয়মের জন্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীটির অবস্থা বিপন্ন।

দক্ষ জনশক্তির অভাবে এই লাইব্রেরীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বই অর্থাৎ ৭৫ হাজার বইয়ের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার বই এখনো ক্যাটালগভুক্ত করা যায়নি। নিখোঁজ হয়েছে প্রায় আট হাজার বই।

সুদৃশ্য ত্রিতল লাইব্রেরী ভবনটির প্রায় অর্ধেক অংশই লাইব্রেরীর হাতছাড়া। এর ফলে লাইব্রেরীর সম্প্রসারণ ও কর্মচারীদের স্থান সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না।

গত একুশ বছর ধরে এই

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বই গায়েব

(১ম পৃঃ পর)

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদটি শূন্য। আজ পর্যন্ত এখানে কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। এত বছর ধরে এই লাইব্রেরীটি চলেছে তিনজন সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও একজন গ্রন্থাগারিক অফিসারসহ কিছু সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে, স্বভবতই এর ফলে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীটি যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তা পূরণ করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, ১৯৫৫ সালে জাতীয় লাইব্রেরীর দায়িত্ব পালনের জন্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হলেও বরাবরই তা সরকারী অবহেলার শিকার হয়ে এসেছে।

পুরনো লাইব্রেরী ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করে দেবার সময় এর পুনর্বাসনের জন্য ৯ জন লাইব্রেরী অফিসারসহ ১০৪ জন কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা অনুমোদন করে যে স্কীম অনুমোদন করা হয় তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বরঞ্চ বর্তমানে এই জনশক্তির অনুমোদন ৮২তে নামিয়ে আনা হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরীর কাজ পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষিত দক্ষ লাইব্রেরিয়ান, অথচ আজও এখানে সেই পর্যায়ের নিযুক্তি সীমিত।

লাইব্রেরী পরিচালনার জন্যে বর্তমানে ৯ জন অফিসারসহ ৮২ জনের যে পদবিন্যাস করা হয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। ৯জন অফিসারের মধ্যে বর্তমান বিন্যাসে রয়েছে ১ জন ডিরেক্টর, ১ জন ডেপুটি ডিরেক্টর ও ৩ জন এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের পদ। এছাড়া রয়েছে ১ জন প্রিন্সিপ্যাল লাইব্রেরিয়ান, ৩ জন লাইব্রেরিয়ানের পদ।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, অফিসারদের এই দু ধরনের পদবী আঙ্গিক এবং প্রশাসনিক দিক থেকে ক্ষতিকর। তারা একই ধরনের পদবী বিন্যাসের সমর্থনে আরো বলেন যে, লাইব্রেরী বিজ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তিরাই শুধু এ ধরনের চাকরি পেতে পারেন।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে দক্ষ ও শিক্ষিত লাইব্রেরিয়ানের অভাব সম্পর্কে জানা গেছে, চাকরিতে প্রমোশনের সীমিত সুযোগ, অনাকর্ষণীয় বেতন স্কেল ইত্যাদি কারণে লোক পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে যারা এসেছিলেন তারাও চাকরি ছেড়ে অন্যত্র ভাল সুযোগ নিয়ে চলে গেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬০ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী ও সায়েন্স ল্যাবরেটরী লাইব্রেরী এবং ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে বেতন স্কেল ও জনশক্তির যে উন্নয়ন ঘটেছে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এর ফলে এর উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে—সার্ভিসও কমে গেছে। এটি গড়ে উঠতে পারেনি জাতীয় লাইব্রেরী হিসেবে।

বাংলাদেশ পরিষদের সম্প্রতিক বিলুপ্তি ও এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের একটি অংশকে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়োগ নিয়েও বর্তমানে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীটির এই বহুমুখী সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক বিন্যাসে দু ধরনের পদবী বাতিল, লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তি নিয়োগ, পাঠাগারের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পুরো ভবনটির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী নিয়োগ, লাইব্রেরীর মর্যাদা উন্নয়ন এবং দেশের লাইব্রেরী উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীকে প্রধান অফিস করে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা।